বজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের প্রস্তাবিত বাজেট বিশ্লেষণ আলোচনা সভায় বিশিষ্টজনরা — সমকাল

সমকাল, ১৬.০৬.১৩, পৃ-১৪

বাজেটে কৃষি ভর্তুকি কমেনি

সমকাল প্রতিবেদক

আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি খাতে ভর্তুকি কমানো হয়নি। চলতি অর্থবছরের বাজেটে ধারদেনা বাবদ বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে হয়েছে। এ জন্য ভর্তুকির পরিমাণ আগে বেশি ছিল বলা হচ্ছে। তবে প্রস্তাবিত বাজেটে মূল ভর্তুকির পরিমাণ তুলনামূলক আরও বাড়বে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী।

শনিবার কেন্দ্রীয় কচিকাঁচার আসর মিলনায়তনে বজলুর রহমান ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রস্তাবিত বাজেট পর্যালোচনা অনুষ্ঠানে কৃষিমন্ত্রী এ কথা বলেন। ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান খোন্দকার ইব্রাহিম খালেদের সঞ্চালনায় অন্যদের মধ্যে ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর ড. ফরাসউদ্দিন, অর্থনীতি সমিতির সভাপতি ও জনতা ব্যাংকের চেয়ারম্যান ড. আবুল বারকাত, ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস সম্পাদক মোয়াজ্জেম হোসেন, দৈনিক সংবাদের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক খন্দকার মুনীরুজ্জামান, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক কাশেম হুমায়ুন, বিআইবিএমের মহাপরিচালক ড. তৌফিক আহমেদ চৌধুরী, সাবেক ব্যাংকার ড. আরএম দেবনাথ প্রমুখ। মূলপ্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এমএম আকাশ।

বজলুর রহমান ফাউন্ডেশনের সেমিনারে কৃষিমন্ত্রী

কৃষিমন্ত্রী বলেছেন, প্রস্তাবিত বাজেট থেকে ভর্তুকির বকেয়া টাকা আর নিতে হবে না। সে টাকা শোধ হয়ে গেছে। এখন কৃষি মন্ত্রণালয় শক্ত অবস্থানে রয়েছে। কম বরাদ্দতেই কৃষকরা ভালো ফল পাবেন। কৃষিতে ভর্তুকির বরাদ্দ যা রাখা হবে তা পুরোপুরি শুধু কৃষিতেই ব্যবহার করা হবে।

প্রসঙ্গত, চলতি অর্থবছরে মূল বাজেটে কৃষি ভর্তুকি ৬ হাজার কোটি টাকা এবং সংশোধিত বাজেটে তা ১২ হাজার কোটি টাকা করা হয়। আগামী অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে কৃষি ভর্তুকি ৯ হাজার কোটি টাকা ধরা হয়েছে।

মতিয়া চৌধুরী বলেন, সরকার নির্বাচনী ওয়াদায় 'প্রাইজ কমিশন' গঠনের কথা বলেনি। এ জন্য মূল্য কমিশনের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। তবে এ ব্যাপারে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ, কৃষকদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা ও চাষের উপকরণ সরবরাহ করার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ড. ফরাসউদ্দিন বলেন, এ দেশের প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি এখনও কৃষক-শ্রমিক। অর্থনীতির প্রবৃদ্ধি আর গোটা কয়েক ব্যক্তির উন্নতির ওপর নির্ভরশীল নয়। সম্প্রতি সরকারের সময়োচিত পদক্ষেপের কারণে সম্পদ এখন গ্রামের মানুষের দোরগোড়ায়।

ব্যাংক থেকে সরকারের ঋণ নেওয়া খারাপ কিছু নয় বলে মনে করেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সাবেক এই গভর্নর। তিনি বলেন, ব্যাংকে যে টাকা অলস পড়ে থাকে, সে টাকা দেশের অবকাঠামো উন্নয়নে ব্যয় হওয়া ভালো। তবে বেসরকারি বিনিয়োগ বন্ধ রেখে সরকার ঋণ নিলে তা উন্নয়নে পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হতে পারে।

ড. বারকাত বলেন, এবারের বাজেটে সবচেয়ে বেশি বরাদ্দ রাখা হয়েছে জনপ্রশাসনের জন্য। কিন্তু জনসম্পৃক্ততাহীন জনপ্রশাসনের সঙ্গে দেশের গণমানুষের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং দেশের সাধারণ মানুষের চাওয়া-পাওয়ার মাঝে শক্ত দেয়াল সৃষ্টি করেছে। তিনি বলেন, প্রস্তাবিত বাজেটে নির্বাচনী ইশতেহারের প্রতিফলন হয়নি। সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদনকারীদের স্বার্থসংরক্ষণ ও ভোক্তা অধিকার অনিশ্চিত করার কথা বলা হলেও বর্তমান সরকারের পাঁচটি বাজেট পার হলেও এ ব্যাপারে সরকার কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেয়নি।

মোয়াজ্জেম হোসেন বলেন, রাজস্ব আদায়ের যে পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছে তা অনিশ্চিত হতে পারে।

মূল প্রবন্ধে এমএম আকাশ বলেন, চলতি অর্থবছরে সরকারের মোট ব্যয়ের পরিমাণ জিডিপির ১৮ দশমিক ৭২ শতাংশ।

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারের ব্যয় জিডিপির ২০ থেকে ৪০ শতাংশের মধ্যে উঠানামা করে। এসব দিক বিবেচনায় প্রস্তাবিত বাজেট অতি বৃহৎ বা উচ্চাভিলাষী বলা যাবে না। এ ছাড়া ৭ দশমিক ২ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হলে বর্তমান বিনিয়োগকে ২৮ থেকে ৩০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে।